০৫ -০১-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি " বাপদাদা " মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা - এই শরীর হল রাবণের সম্পত্তি , এই শরীররূপী রাবণকে দান করে অশরীরী হয়ে ঘরে যেতে হবে , তাই এই শরীরের প্রতি মমত্ব ত্যাগ করো । "

প্রশ্ন :- সমগ্র সৃষ্টিকে শান্তি আর সুখের দান দেবার বিধি কি ?

উত্তর :- সকাল সকাল উঠে অশরীরী হয়ে বাবার স্মরণে বসতে হবে , এই হলো বিশ্বকে শান্তির দান দেবার বিধি, আর স্বদর্শন চক্র ঘোরানো - এ হল সুখের দান দেবার বিধি । জ্ঞান আর যোগের দ্বারাই তোমরা চিরকালের সুস্থ আর সম্পত্তিবান হতে পারো । এই সৃষ্টিও তখন নতুন হয়ে যায় ।

গীত :- আমাকে তোমার স্মরণে নিয়ে নাও রাম .....

ওম্ শান্তি । ভক্তেরা ভক্তিমার্গে এই গান গায় যে হে রাম তোমার স্মরণে নিয়ে যাও । ইংরাজীতে বলা হয় আমাকে অ্যাসাইলাম (asylum, আশ্রয়স্থান) দাও । হিন্দী শব্দ হল স্মরণাগতি । ভক্তরা গাইতে থাকে কেননা এ হলো রাবণরাজ্য । রাবণকে জ্বালানো হয় তাই এই কথা সিদ্ধ হয় যে এ হলো রাবণ রাজ্য । এর অর্থও কেউ বোঝে না । রাবণের বিনাশ করার জন্য মানুষ দশহরা উৎসব করে । এও এক নমুনা । এখনই সঙ্গম যুগ তাই এই সময়ই সবাই রামের স্মরণে যায় আর রাবণের বিনাশ করে । অতীতে যা যা ঘটে গেছে তারই নাটক বানানো হয় । তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা এখন রাবণের জেল থেকে বেরিয়ে রামের আশ্রয়ে এসেছি । রাম রাজ্যে কখনো রাবণ রাজ্য থাকে না আবার রাবণ রাজ্যে রামের রাজ্য থাকতে পারে না । এই গায়নও আছে যে অর্ধেক কল্প রামরাজ্য আর অর্ধেক কল্প রাবণ রাজ্য । সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগকে রাম রাজ্য বলা হয় । সঙ্গম যুগে যারা রামের স্মরণ নিয়েছে , তারাই রাম রাজ্যে গিয়েছে । তোমরা জানো যে তোমরা এখন রামের স্মরণে আছো । এই সম্পূর্ণ দুনিয়া এক দ্বীপের মতো ,যার চারিদিকে জল । মধ্যখানে দ্বীপ । বড় বড় দ্বীপের মাঝে ছোটো ছোটো দ্বীপও আছে । এখন তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই কথা আছে যে সম্পূর্ণ দুনিয়ায় এখন রাবণ রাজ্য । এই রাবণ রাজ্য কবে থেকে শুরু হয় ? বোঝানো হয় যে এটা অর্ধেক - অর্ধেক সময় । রাম রাজ্যে সুখ থাকে অর্থাত্ এইসময় ব্রহ্মার দিন আর রাবণ রাজ্য হলো দুঃখের সময় অর্থাত্ ব্রহ্মার রাত । অর্ধেক কল্প আলো আর অর্ধেক কল্প হলো অন্ধকার । সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগে ভক্তির নাম - নিশানা থাকবে না । তারপর দ্বাপর আর কলিযুগের অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তিমার্গ চলতে থাকে । ভক্তি দুই প্রকারের । দ্বাপরের প্রথমে অব্যভিচারী ভক্তি থাকে । কলিযুগে ব্যভিচারী ভক্তি হয়ে যায় । এখন দেখো মানুষ কুমীর , মাছ সকলকেই ভক্তি করে থাকে । মানুষের বুদ্ধি সতোপ্রধান , সতো , রজো , তমো হতেই হবে । এই স্টেজ দিয়ে যেতেই হবে । বাবা বোঝান যে তোমাদের এখন রাম অথবা শিববাবা দত্তক নিয়েছেন । ঈশ্বরকে বাবা বলা হয় । যখন তিনি বাবা তখন বাবাকে সর্বব্যাপী বলা - এ কোথায় শুনেছো ? মানুষ বলবে অমুক শাস্ত্রে ব্যাস ভগবান লিখেছিলেন । বাবা বোঝান যে সর্বব্যাপী এই জ্ঞানের দ্বারা তোমাদের কোনো লাভই হয় নি । সদ্গতি দেবার জন্য অবশ্যই কাউকে চাই । তিনি অবশ্যই দ্বিতীয় অন্য একজন হবেন । সদ্গতি দেন কেবল গড ফাদার । এ হলো তোমাদের ঈশ্বরীয় জন্ম । এখন তোমরা সঙ্গম যুগে আছো । এই সঙ্গমের সময় দিনে বা রাতে গোনা যায় না । এ হলো ছোটো সঙ্গম যুগ যখন দুনিয়ার বদল হয় । আয়রন যুগ

বদলে স্বর্ণ যুগ হয়ে যায় । রাবণ রাজ্যের বদল হয়ে রামরাজ্য হয়ে যায়, যেই রাম রাজ্যের জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো । তাই এই ধরনের গান খুব দরকারী । এ হলো একধরনের শ্লোক যার অর্থ করা হয় । রামের স্মরণে গেলে তোমরা সুখ অর্থাত্ রামরাজ্যে আসবে । একটা গল্পও আছে .....তোমরা আগে সুখ চাও না দুঃখ ? বলে সুখ , কারণ সুখের সময় যমদূত নিতে আসে না । কিন্তু মানুষ অর্থ কিছুই বোঝে না । বাবা বসে খুব ভালো করে বুঝিয়ে বলেন । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমাদের দেবী দেবতা কূল খুবই উঁচু ছিলো । প্রথমে ব্রাহ্মণকূল তৈরী হয় , তারপর তারাই দেবতা হয় , তারপর তারাই ক্ষত্রিয় , বৈশ্য এবং শূদ্র হয় । তোমরা জানো যে আমরাই এই বর্ণ পার করে এসেছি । এখন এসে ব্রাহ্মণ হয়েছি । এই বিরাট রূপ একদম ঠিক । বর্ণ এখানে সিদ্ধ হয়ে যায় । 84 জন্ম কিন্তু এক সত্যযুগে নেওয়া হয় না । এই বর্ণ ঘুরতে থাকে । এই নাটকের চক্র সম্পূর্ণ হলো অর্থাত্ 84 জন্ম সম্পূর্ণ হলো । এই চক্র তো সম্পূর্ণ করতেই হবে তাই দেখানো হয় – দৈবী বর্ণে এতটা সময় , ক্ষত্রিয়তে এতটা সময় । আগে এই কথা জানাই ছিল না । কখনো শাস্ত্রে এই কথা শোনা যায় নি যে এমন বর্ণে আসতে হবে আমাদের । তোমরা জানো যে 84 জন্ম কারা নেয় । আত্মা আর পরমাত্মা অনেকদিন আলাদা আছে .....এই কথা সিদ্ধ করে বলতে হবে । প্রথমে দেবী – দেবতারা এই ভারতেই ছিলো । তখন ভারতে স্বর্ণযুগ ছিলো । সেই সময় অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না তাই চক্রকে তো ঘুরতেই হবে । মানুষকে পুনর্জন্ম নিতেই হবে । চক্রের উপর বোঝানো খুবই সহজ । বাবা নির্দেশ দেন , তোমরা প্রদর্শনীতে এমনভাবে বোঝাবে । এইসময় আমাদের যখন নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে তখন বাবা বলছেন এ হলো পুরোনো দুনিয়া । এই পুরোনো দুনিয়া বা পুরোনো শরীরের যে সকল সম্বন্ধী আছে তাদের বুদ্ধির দ্বারা ত্যাগ করো । বুদ্ধি দিয়ে নতুন ঘরের আহ্বান করতে হয় । এ হলো বেহদের সন্ন্যাস । দেহের সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো দুনিয়ার যা যা সম্বন্ধ আছে সব ভুলতে হবে । বাবা বলেন যে নিজেকে দেহী অর্থাত্ আত্মা ভাবো । তোমরা আসলে সকলেই মুক্তিধামের নিবাসী । সমস্ত ধর্মের লোকেদেরই বাবা বলেন এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । সকলেই তো মুক্তির কথা স্মরণ করে । এখন সবাই নিজের ঘরে চলো । যেখান থেকে তোমরা অশরীরী অবস্থায় এসেছিলে আবার সেই অশরীরী অবস্থায় ফিরে যেতে হবে । শরীরকে নিয়ে তো যাওয়া যাবে না । যখন অশরীরী অবস্থায় এসেছো তখন অশরীরী অবস্থায়ই যেতে হবে । শুধু কবে আসবে আর কবে যাবে এই চক্র বুঝতে হবে । বরাবর সত্যযুগে প্রথমে দেবী – দেবতা ধর্মের লোকেরা আসে তারপর নম্বরের ক্রমানুসারে পর পর আসতে থাকে । যখন মূলবতন থেকে সকলেই চলে আসে তখন আবার যাওয়ার পালা শুরু হয়ে যায় । সেখানে তো আত্মারাই যাবে , এই শরীর তো রাবণের সম্পত্তি তাই রাবণকেই দিয়ে যেতে হবে । এই সমস্তকিছু এখানেই বিনাশ হয়ে যাবে । তোমরা সবাই অশরীরী হয়েই চলো । বাবা বলেন আমি তোমাদের নিতে এসেছি । বাবা কত সহজ করে বোঝান, তবুও তোমাদের ধারণায় আনতে হবে । তারপর অন্যদেরও বোঝাতে হবে । তোমরা বাবার কাছে গ্যারান্টি করো যে – বাবা আমরা শুনে তারপর অন্যদের শোনাবো । যাদের এই অভ্যাস থাকবে তারাই শোনাতে পারবে । তোমরা জানো যে আমাদের এই দুনিয়াকে পবিত্র বানাতে হবে । যোগে বসে শান্তি আর সুখের দান এই পৃথিবীকে দিতে হবে তাই বাবা বলেন রাত্রে উঠে যোগে বসো আর সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে দান দাও । সকাল – সকাল অশরীরী হয়ে যখন তোমরা বসো , তখন কেবলমাত্র ভারতকে নয় , তার সঙ্গে সমস্ত সৃষ্টিকে যোগের দ্বারা শান্তির দান দাও । তারপর চক্রের জ্ঞান স্মরণ করতে করতে তোমরা সুখের দান দাও । সুখ আসে ধনের দ্বারা । তাই সকালে উঠে বাবার স্মরণে বসো । বাবা ,ব্যস তোমার কাছে এই এসেছি । এখন আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । তাই ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করো , কারণ তোমাদের শান্তি আর সুখের দান দিতে হবে । যোগ আর জ্ঞানের দ্বারা তোমরা স্বাস্থ্য আর সম্পদ

পাবে । যখন অমরা চিরকালের সুস্থ শরীর পাই তখন এই সৃষ্টি নতুন হয়ে যায় । সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগে মানুষ স্বাস্থ্যবান এবং সম্পদশালী থাকেন । কলিযুগে মানুষ অসুস্থ এবং ধনহীন হয় । এখন আমরা স্বাস্থ্যবান এবং সম্পদশালী হচ্ছি । এরপর অর্ধেক কল্প ধরে আমাদেরই রাজ্য চলবে । বুদ্ধিতে যখন তোমাদের এই জ্ঞান থাকবে তখন তোমরা খুশী থাকতে পারবে । এইকথা মানুষকে লিখে দাও যে ২৫০০ বছরের জন্য চিরসুস্থ এবং সম্পদশালী হতে হলে এই ঈশ্বরীয় নেচার কিওর সেন্টারে এসো । কিন্তু এই কথা সেই লিখবে যার জ্ঞান থাকবে । এমন নয় যে আমরা সেন্টার খুললাম আর অন্য কেউ এসে সার্ভিস করলো । যে খুলবে তাকে নিজেকে সার্ভিস করতে হবে । সমস্ত ঝগড়া এই পবিত্রতার উপরই চলতে থাকে । মানুষ বিষ না পেলেই অত্যাচার করে । এখন হলো সঙ্গম যুগ । তাই বুদ্ধিতে শান্তিধাম আর সুখধামকেই স্মরণ করতে হবে । এখন দুখধামে আছে তাই তো সুখধামকে স্মরণ করে । তাইতো মানুষ গাইতে থাকে – দুখে সবাই স্মরণ করে, সুখে কেউ করে না .....এ হলো পতিত দুনিয়া । এই দুনিয়ার নিয়ম বলে যে এই কলিযুগের শেষে সকলকে পতিত হতে হবে । যতক্ষন না সঙ্গম আসে , রামরাজ্যের স্থাপনা হয় ,রাবণ রাজ্যের বিনাশ হয় না । এখন বিনাশের জন্য সব তৈরী হচ্ছে । রাবণ রাজ্যের সমাপ্তি হবেই । বাকি সব পুজোই পুতুলখেলা । কত পুতুল পুজো করা হয় , একে বলা হয় অন্ধশ্রদ্ধা । ভারতে যতো ছবি বানানো হয় , অন্য কোথাও এতো ছবি বানানো হয় না । ভারতে দেবী – দেবতার অনেক চিত্র আছে । এই গায়ন আছে যে ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত । দিনকে কেন বড় করা হয়েছে । এও বোঝার কথা । প্রথমে হয় অব্যভিচারী ভক্তি পরে হয় ব্যভিচারী ভক্তি । প্রথমে ১৬ কলা , তারপর ১৪ কলা , অন্তে কিছু কলা থেকে যায় কিন্তু এখন কোনো কলাই নেই । এখন তো তমোপ্রধান দুনিয়া । তমো কলিযুগের শুরু থেকে আরম্ভ হয় তারপর শেষে বলা হয় তমোপ্রধান । এখন এই দুনিয়া জর্জরিভূত অবস্থা হয়ে গেছে । পুরোনো জিনিসে নিজে থেকেই সব আগুন ধরে যাবে । যেমন বটের জঙ্গলে নিজে থেকেই আগুন লেগে যায় তেমনই এখানেও আগুন লাগবে । সামান্যকিছু নিজেদের মধ্যে হলেও আগুন লেগে যাবে । ঘরে কোনো ছোটো কথা নিয়েও ঝগড়া লেগে যাবে । নিজেদের বন্ধুর মধ্যেও সামান্য কথা নিয়ে শত্রুতার সৃষ্টি হয়ে যায় , একজন অন্যজনের গলা কাটার জন্য উঠে পড়ে লাগে । ক্রোধও কম নয় । একজন অপরজনকে মারার জন্য কত আয়োজন করে । এই হলো নাটক । খৃষ্টানদের মধ্যে দুজন বড় মানুষ যখন মিলে যায় তখন তারা যে কোনো কিছু করতে পারে । পোপ হলেন খৃষ্টানদের প্রধান , তাঁকে প্রচুর সম্মান দেওয়া হয় । কিন্তু তার কথাও কেউ শোনে না । এখানেও যে বাচ্চারা বাবাকে মানে না তারা বিনাশী পদ পায় । বাবার শ্রীমতে চলা উচিত । শ্রীমত ভগবত গীতা ছাড়া অন্য কোনো শাস্ত্রে শ্রীমত নেই । শ্রী হলো শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ , যে কখনোই পুনর্জন্মে আসে না । মানুষ পুনর্জন্ম নেয় । বিদ্বান মানুষ জন্ম – মরণ রহিত গীতাতে পুরো ৮৪ জন্ম যিনি নিয়েছেন তাঁর নাম দিয়ে দিয়েছে । বাস্তবে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর , পবিত্রতার সাগর , পতিত – পাবন এই গায়ন আছে । তিনিই বাচ্চাদের বরদান দেন । তাঁর বদলে কৃষ্ণের নাম লিখে দেওয়া হয়েছে । প্রথমে হয় শিব জয়ন্তী তারপর হয় কৃষ্ণ জয়ন্তী । শিববাবা আসেন নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে , তাই সবার প্রথমে বাবার জন্ম হয় তারপর বাচ্চাদের জন্ম । আগে বাবার জন্মের মাধ্যমেই বাচ্চা কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিলো । তবে সে তো কেবল একজনই হবে না । দৈবী সম্প্রদায় বলা হয় না ? তাই শাস্ত্রে কত ভুল কথা বলা হয়েছে । কোনো একজন যদি এই কথা বুঝতে পারে তাহলে অনেক জিজ্ঞাসু বের হয়ে পড়বে । সবার মুখই ফ্যাকাশে হয়ে যাবে । মানুষ কতো বড় ভুলের মধ্যে থাকে তাই বাবাকেই আসতে হয় । কাউকে বোঝাতেও কিছু সময় লাগে । প্রথমে তো সবাইকে এই নিশ্চয় করাও যে পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ ? তখন বুঝতে পারবে , ভগবান হলেন বাবা । ভগবানকে ভগবানের পদে তো

তোমরা রাখো । সবাই কি করে এক রকম হবে । মানুষ বলে সবই ভগবানের লীলা । তিনি এক রূপ ছেড়ে অন্য রূপ গ্রহণ করেন । কিন্তু পরমাত্মা পুনর্জন্ম গ্রহণই করেন না । এই বাপদাদা দুজনেই কম্বাইন্ড থাকেন আর বাচ্চাদের বোঝান । বাপদাদার অর্থও অনেকে জানে না বা তাদের বুদ্ধি তে নেই । " ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ".....এই কথা মানুষ বলে । তারা যখন গড ফাদার বলে তাহলে তো মা-ও চাই । কিন্তু এই কথা কারোরই বুদ্ধিতে আসে না । বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে কখন বাবার স্মরণ নেওয়া হয় ? যখন রাবণ রাজ্য শেষ হয় তখনই রাম আসেন । রামের স্মরণ নিলেই সদ্গতি পাওয়া যায় । মানুষ বলে যে রামরাজ্য আসুক । তারা সূর্যবংশী রাজ্য সম্বন্ধে জানেই না । বলে রামরাজ্য , নতুন দুনিয়া , নতুন ভারত হবে , সে তো এখনই হচ্ছে । অবশ্যই তা হবে । এই নাটক তো চলতেই হবে । এই পড়া হলো মানুষ থেকে দেবতা হবার পড়া । মানুষ কিন্তু কাউকেই দেবতা বানাতে পারে না । বাবা এসেই মানুষকে দেবতা বানান কারণ একমাত্র তিনিই স্বর্গ স্থাপনা করেন । ব্রাহ্মণদের মালার গায়ন হয় না । বৈজয়ন্তী মালা হলো বিষ্ণুর ।এ হলো রাজকীয় ঘরানা যা এখন আবার নতুন করে শুরু হচ্ছে । আগে ছিলো রাবণের আসুরী ঘরানা । রাবণকে অসুর বলা হয় । এই কংস আর জরাসন্ধের নাম এখনকার জন্যই সিদ্ধ । জন্ম - জন্মান্তর তোমাদের সাকার থেকেই বর্সা মিলে থাকে । কেবলমাত্র এই সময়ই তোমরা নিরাকার বাবার থেকে বর্সা পাও । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) দেহের সঙ্গে সঙ্গে পুরানো এই দুনিয়ার সর্ব সম্বন্ধকে ভুলে নিজেকে দেহী (আত্মা) ভাবতে হবে । বুদ্ধির দ্বারা তোমাদের নতুন ঘরের আহ্বান করতে হবে ।

২) সকাল সকাল উঠে সম্পূর্ণ দুনিয়াকে শান্তি আর সুখের দান করতে হবে ।

বরদান :- সর্বদা উৎসাহে থেকে নিরাশাবাদীদের আশাবাদী বানিয়ে সত্যিকারের সেবাধারী হও ।

ব্রাহ্মণ অর্থাত্ সবসময় উৎসাহের সাথে জীবনে উড়তে থাকা এবং অন্যকে ওড়াতে থাকা , তাদের কাছে কখনোই নিরাশা আসতে পারে না কারণ তাদের কাজই হলো - " নিরাশাবাদীদের আশাবাদী বানানো । " এটাই হল সত্যিকারের সেবা । সত্যিকারের সেবাধারীদের উৎসাহ কখনোই কম হয় না । উৎসাহ থাকলেই জীবনে বেঁচে থাকার মজা থাকবে । যেমন শরীরে শ্বাস - প্রশ্বাস যদি সঠিকভাবে প্রবাহিত হয় , তাহলেই শরীর সুস্থ মানা হয় । এমনই ব্রাহ্মণ জীবনের অর্থই হল উৎসাহ , নিরাশা নয় ।

স্লোগান :- যা ঘটে গেছে তাকে অতীত করে দাও আর সেই অতীতের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান থাকো ।

তপস্বী মূর্ত হও

যেমন স্থূল অগ্নি বা তার প্রকাশ অথবা গরম হাওয়া দূর থেকেই নজরে আসে বা অনুভব করা যায় ঠিক তেমনই তোমাদের তপস্যা বা ত্যাগের ঝলক দূর থেকেই যেন অন্যকে আকৃষ্ট করে । প্রতিটা কর্মে যদি ত্যাগ আর তপস্যা নজরে আসে তাহলেই সেবাতে সফলতা পেতে পারবে ।